

२६८

५५५

طرح اس کی یاد بھی میرے دل سے چپاں
کرے اور مجھے توفیق عطا فرما کر میں اس
کو اس طرح پڑھوں جس سے تو راضی ہو
جاوے۔ اے اللہ زمین اور آسمانوں کے
بے نمود پیدا کرنے والے، اے عظمت اور
بزرگی والے اور اس غلبہ یا عزت کے
مالک جس کے حصول کا ارادہ بھی ناممکن
اے اللہ! جس میں تیری بزرگی اور تیری
ذات کے نور کے طفیل تجھ سے مانگنا
ہوں کہ تو میری نظر کو اپنی کتاب کے نور
سے منور کر دے اور میری زبان کو اس پر
جاری کر دے اور اس کی برکت سے میرے دل کی تنگی کو دور کر دے اور میرے سینے
کو کھول دے اور اس کی برکت سے میرے جسم کے گناہوں کا میل دھو دے کہ حق
پر تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں اور تیرے سوا میری یہ آرزو کوئی پوری نہیں
کر سکتا، اور گناہوں سے بچنا عبادت پر قدرت نہیں ہو سکتی، مگر اللہ بڑا
بزرگی والے کی مدد سے۔

অর্থ : হে সমগ্র জগতের মাবুদ! আপনি আমার প্রতি রহম করুন
যেন যতদিন জীবিত থাকি আমি গোনাহ হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারি।
আমার প্রতি আরও রহম করুন যেন আমি অনর্থক বিষয়ে কষ্ট না করি।
আর আপনার সন্তুষ্টিজনক বিষয়ে সুদৃষ্টি নসীব করুন। হে আল্লাহ!
নমুনাবিহীন আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা! মহত্ত্ব ও মহিমার অধিকারী,
এমন ইচ্ছত বা প্রতাপের অধিকারী যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও
অসম্ভব হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্ত্বের এবং আপনার সত্তার
নূরের ওসীলায় আপনার কাছে দরখাস্ত করিতেছি যে, যেভাবে আপনি
আপনার কালামে পাক আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন সেইভাবে উহার স্মরণও
আমার অন্তরে গাঁথিয়া দিন। আর আপনি আমাকে উহা এমনভাবে পড়ার
তৌফিক দান করুন যেমনিভাবে পড়িলে আপনি খুশী হইবেন। হে
আল্লাহ! নমুনাবিহীন আসমান যমীনের সৃষ্টিকর্তা! মহত্ত্ব ও মহিমার

মালিক, এমন ইচ্ছত বা প্রতাপের মালিক যাহা হাসিল করার ইচ্ছা করাও
অসম্ভব। হে আল্লাহ! হে রাহমান! আপনার মহত্ত্বের এবং আপনার সত্তার
নূরের ওসীলায় আপনার নিকট চাহিতেছি যে, আপন কিতাবের নূরের
দ্বারা আমার দৃষ্টিকে আলোকিত করিয়া দিন আর আমার যবানকে উহার
উপর চলমান করিয়া দিন এবং উহার বরকতে আমার অন্তরের
সন্তুষ্টিগতাকে দূর করিয়া দিন এবং আমার বক্ষকে খুলিয়া দিন, আমার
শরীর হইতে গোনাহের ময়লা ধৌত করিয়া দিন। হক বিষয়ে আপনি
ব্যতীত আর কেহই সাহায্যকারী নাই, আর আপনি ছাড়া আমার এই আশা
অন্য কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না। মহান আল্লাহর मदद ও সাহায্য ব্যতীত
গোনাহ হইতে বাঁচার এবং এবাদত করার শক্তি লাভ হইতে পারে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, হে
আলী! তুমি তিন জুমআ অথবা পাঁচ জুমআ অথবা সাত জুমআ পর্যন্ত
এই আমল করিবে ইনশাআল্লাহ অবশ্যই তোমার দোয়া কবুল হইবে। ঐ
সত্তার কসম যিনি আমাকে নবী বানাইয়া পাঠাইয়াছেন কোন মুমেনের
দোয়াই বৃথা যাইবে না।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন, পাঁচ জুমআ বা সাত জুমআ
অতিবাহিত হওয়ার পরই হযরত আলী (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ!
ইতিপূর্বে আমি প্রায় চার আয়াত করিয়া পড়িতাম তাহাও মুখস্থ থাকিত
না। এখন আমি প্রায় চল্লিশ আয়াত করিয়া পড়ি আর তাহা এমনভাবে
মুখস্থ হইয়া যায় যেন কুরআন শরীফ আমার সম্মুখে খুলিয়া রাখা
হইয়াছে। পূর্বে আমি হাদীস শুনিতাম, আবার যখন উহা পুনরায় বলিতাম
ভুলিয়া যাইতাম। কিন্তু এখন বহু হাদীস শোনার পরও যখন অন্যের কাছে
বর্ণনা করি তখন একটি অক্ষরও ছুটে না।

আল্লাহ তায়ালা আপন নবীর রহমতের ওসীলায় আমাকেও কুরআন
হাদীস মুখস্থ করার তৌফিক দান করুন, আপনাদিগকেও দান করুন।

وَصَلَّى اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

উপসংহার

উপরে যে চল্লিশ হাদীস লেখা হইয়াছে উহা একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর
সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কারণে সংক্ষেপ করা সম্ভব হয় নাই। যেহেতু